# মানবদেহের শরয়ি বিধান

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী (রহ.)

মুহাম্মদ আলি হুসাইন

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

## লেখকের আরজ

### বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। অধমের সর্বপ্রথম প্রকাশিত উর্দুগ্রন্থ 'ইনসানি আ'যা কি পায়বন্দকারি আওর উসকি শরয়ি আহকাম' এর সরল অনূদিত গ্রন্থ হচ্ছে– 'মানবাঙ্গ সংযোজন ও তার শরয়ি বিধান'। বইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ গ্রন্থ। মূলত মানবাঙ্গ সংযোজন ও তার কাটাছেঁড়া, স্থানান্তর করা প্রভৃতি বিষয়ের উপর পাকিস্তানের করাচিভিত্তিক মজলিসে হাজেরা তথা সাম্প্রতিক উদ্ভূত সমস্যাবলির সমাধান প্রদানকারী শরিয়া বোর্ড-এর সম্মানিত সদস্যগণ সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে গভীর চিন্তা, গবেষণা ও চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত জাতির সামনে পেশ করেছিলেন। এই বোর্ডের সদস্যদের মাঝে ছিলেন– যুগশ্রেষ্ঠ গবেষক, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মুফতি ও ফকিহ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ., যুগশ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ আল্লামা সায়্যিদ ইউসুফ বানুরি রহ., মাওলানা মুফতি মাহমুদ সুলতানী রহ., মাওলানা মুফতি আব্দুস সাত্তার সাবেহ রহ., মুফতি খাইরুল মাদারিস মুলতান; মাওলানা মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানভী রহ., আশরাফুল মাদারিস, বিশিষ্ট ফকিহ ও শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ.– প্রধান মুফতি জামিয়া ইসলামিয়া বানুরিটাউনসহ অন্যান্য যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম। দারুল উলুম করাচি থেকে যা গ্রন্থাকারে 'মানবাঙ্গের শরয়ি বিধান' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরাম, বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ মুফতিয়ানে কিরাম এটাকে সাদরে গ্রহণও করেছিলেন এবং তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তখন বিজ্ঞ কোনো আলেম বা গবেষক উক্ত সর্বসম্মত ও সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ বা বিরোধিতা করেননি। উপরন্তু দেওবন্দ, সাহারানপুর, আমিনিয়া দিল্লি, হিন্দুস্তানসহ উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের মুফতিয়ানে

কিরাম এটাকে সমর্থন করে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করে এর স্বপক্ষে মতামত প্রদান করেছেন।

দীর্ঘ ২০ বছর পর্যন্ত কোনো মহল থেকে কেউই এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে যখন পূর্বোল্লিখিত মহান আকাবিরদের মধ্যে হতে অনেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর সান্নিধ্যে মিলিত হয়েছেন, আর হাতে গোনা কয়েকজন এখনও জীবিত রয়েছেন– তখন মিশর, জর্ডান এবং সৌদি আরবের কিছু সংখ্যক আলেম এ বিষয়ে (বৈধতাদানের জন্য) কলম ধরেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী কিছু প্রাচ্যবিদ মিশরি, জর্ডানি উলামাদের প্রদেয় ফাতাওয়ার ওপর ভিত্তি করে মানবকল্যাণ ও সেবার নাম দিয়ে মানবাধিকার সংরক্ষণের অজুহাতে মানবাঙ্গ সংযোজনের বৈধতার ব্যাপক প্রচার প্রসারের জন্য 'আই ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই ব্যাংকের অধীনে রক্ত থেকে নিয়ে মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। উক্ত আই ব্যাংকের মুখপাত্র হিসাবে ব্যাংকের পক্ষ হতে 'উজালা' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যাতে আধুনিক মন-মস্তিস্কের অধিকারী প্রগতিশীল কিছু উলামা ও ডাক্তারের প্রবন্ধ-নিবন্ধ; যা সাধারণত মানবাঙ্গের সংযোজন, কাটাছেঁড়া-পোস্টমর্টেমের বৈধতা এবং স্থানান্তরের শরয়ি অনুমতি শিরোনামে প্রকাশিত হয়ে থাকে। যার কারণে পাক ভারত উপমহাদেশের হক্কানি আলেম-উলামা এবং দীনদার শ্রেণির মানুষের মাঝে চরম উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছে। সকলের আন্তরিক দাবি ছিল, এর সঠিক সমাধান হওয়া চাই। এই তাড়নায় তাড়িত হয়ে 'ইকরা ডাইজেস্ট' কর্তৃপক্ষ এর সমাধান চেয়ে কিছু প্রশ্নমালা তৈরি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠায়। ১৪টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নপত্রের কপি জামিয়া ইসলামিয়া বানুরিটাউন, করাচিও প্রেরণ করে।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে সাধারণ মানুষ ও উম্মতে মুসলিমার অসহায়-দিশেহারা অবস্থা ও বিভ্রান্তি থেকে উত্তরণের জন্য 'মজলিসে হাজেরা'-করাচি এর বর্তমান কমিটি ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামের জরুরি এক সম্মেলন ও সেমিনার জামিয়া বানুরিটাউনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে অংশগ্রহণকারী উলামায়ে কিরামের মধ্যে মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবি রহ., মুফতি আশরাফুল মাদারিস, নাজিমাবাদ, মুফতি ওলি

হাসান টুংকি রহ., মাওলানা সলিমুল্লাহ খান সাহেব দা.বা., জামিয়া ফারুকিয়া, মুফতি মুহাম্মদ রফি ওসমানি, মুফতি তকি ওসমানি, মুফতি আহমাদুর রহমান রহ. মুহতামিম, জামিয়া বানুরিটাউন, মুফতি নিজামুদ্দিন শামযি রহ., মুফতি জামিয়া ফারুকিয়া, মুফতি আব্দুর রউফ সাকরাভি, মুফতি দারুল উলুম কৌরাঙ্গী করাচি এবং বান্দা (মুফতি) আবদুস সালাম চাটগামী, সহকারী প্রধান মুফতি, দারুল ইফতা জামিয়া বানুরিটাউনসহ প্রমুখ উলামায়ে কিরামগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সেমিনারে আগের মতো, বরং তার চেয়ে ব্যাপকভাবে মানবাঙ্গ প্রতিস্থাপন, কাটাছেঁড়া, স্থানান্তর প্রভৃতি বিষয়ের সংশ্লিষ্ট মাসাইলের উপর প্রচুর চিন্তা-গবেষণা চলে। বিভিন্ন উলামায়ে কিরামের পক্ষ হতে আরোপিত জিজ্ঞাসা, সংশয় ও সন্দেহের উপর গভীর পর্যালোচনা করা হয় এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানী মহল থেকে যে সমস্ত প্রশ্নাবলি উত্থাপিত হয়েছে, তার উপরও ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা হয়। দীর্ঘ আলোচনা, পর্যালোচনা ও বাহাস-মুবাহাসার পর সেমিনারে উপস্থিত সকল উলামা-মাশায়েখ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ইতিপূর্বে মজলিসে হাজেরা-করাচির আকাবির উলামা কর্তৃক প্রদত্ত গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত (মানবাঙ্গ সংযোজন, কাটাছেঁড়া ও স্থানান্তর অবৈধ ও শরিয়তবিরোধী) এবং এ সম্পর্কিত যে গ্রন্থ দারুল উলুম করাচি হতে প্রকাশিত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ সঠিক ও যথার্থ। এ বিষয়ে উত্থাপিত সাম্প্রতিক প্রশ্নাবলি বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট বা গুরুত্ব রাখে না। বরং তা পূর্বে আরোপিত প্রশ্নাবলি ও সংশয়-সন্দেহের নতুনরূপ মাত্র। উভয়ের মাঝে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। তারপরও উম্মতে মুসলিমার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব পালনার্থে নতুন করে পূর্ণাঙ্গরূপে তার শরয়ি সমাধান প্রদান করা হবে। এই মহান গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য সেমিনারে অংশগ্রহণকারী উলামায়ে কিরামের মধ্য থেকে দু'জনকে নির্বাচন করা হয়। ১. মাওলানা মুফতি আব্দুর রউফ সাখারাভী, মুফতি ও উস্তাদ, দারুল উলুম কৌরাঙ্গী, করাচি। ২. বান্দা মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী, মুফতি ও উস্তাদ জামিয়া বানুরিটাউন, করাচি।

সেমিনারে এটাও চূড়ান্ত করা হয় যে, তিন মাসের মধ্যে সেমিনার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় মানবাঙ্গ সংযোজন, কাটাছেঁড়া ও স্থানান্তরের উপর

বিভিন্ন স্থান থেকে উত্থাপিত সমুদয় সন্দেহ-সংশয়ের জবাব কুরআন, হাদিস ও ফিকহে ইসলামির আলোকে প্রদান করবেন এবং তা সেমিনার কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। সেমিনার বোর্ডের হাতে তা পৌঁছলে পুনরায় সেমিনারের আয়োজন করবেন এবং এ ব্যাপারে আলোচনা, পর্যালোচনা ও মতবিনিময় করবেন। অতঃপর সেমিনারে সর্বসম্মত গৃহীত সিদ্ধান্তাবলি প্রকাশ হবে।

এ মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে মাওলানা মুফতি আব্দুর রউফ সাহেব (দারুল উলুম, কৌরাঙ্গী, করাচি) ও অধম (লেখক) নিজেদের সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রমের মাধ্যমে উত্তর প্রদানের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। মাওলানা মুফতি আব্দুর রউফ সাহেব প্রায় ৩০-৩৫ পৃষ্ঠার একটি উত্তরপত্র তৈরি করেন এবং আমি নিজেও শতোর্ধ্ব পৃষ্ঠাব্যাপী উত্তরপত্র প্রস্তুত করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশেষ এক কারণে মজলিসে হাজেরার পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী পরবর্তী সেমিনারটি আর অনুষ্ঠিত হয়নি। মুফতি আব্দুর রউফ সাহেব তাঁর উত্তরের পাণ্ডুলিপি জামিয়া বানুরিটাউনে পাঠিয়ে দেন। আর আমার পাণ্ডুলিপিটি নিজের কাছেই ছিল। এভাবেই দেখতে দেখতে সুদীর্ঘ একটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়।

একদিন এক শুভক্ষণে মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ.– প্রধান মুফতি, জামিয়া বানুরিটাউন ও মাওলানা মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব রহ.– মুহতামিম জামিয়া বানুরিটাউন আমাকে পরামর্শ দিলেন, আপনাদের তৈরিকৃত উত্তরপত্রের পাণ্ডুলিপিটি 'ইকরা ডাইজেস্ট' কর্তৃপক্ষের প্রচার-প্রসার ও প্রকাশনার জন্য দিয়ে দিন। তারা ধারাবাহিকভাবে তা পত্রিকায় ছাপাতে থাকুক। যদি প্রদত্ত সমাধানের উপর কারো নতুন কোনো সন্দেহ-সংশয় বা আপত্তি থাকে, তাহলে তখন তার উপর নতুন করে গবেষণার সুযোগ তৈরি হবে। (তাদের পরামর্শনুযায়ী পাণ্ডুলিপি দুটো পত্রিকা অফিসে জমা দিই)। আমার ও মুফতি আব্দুর রউফ সাহেব উভয়ের পাণ্ডুলিপি 'ইকরা ডাইজেস্ট', করাচি কর্তৃপক্ষ তাদের পত্রিকায় অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নসহকারে পুরোটা প্রকাশ করে।

সকল কৃতিত্ব আল্লাহর, পাণ্ডুলিপি পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সন্দেহ-সংশয় পোষণকারী নতুন কোনো সংশয়, আপত্তি তুলেনি; বরং পাকিস্তানের বিশিষ্টজন ও সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে

ব্যাপক আবেদন ও অনুরোধ আসতে থাকল এটিকে দ্রুত গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করার। কেননা এটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হলে এর দ্বারা উপমহাদেশের আলেম-উলামা, ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, আধুনিক শিক্ষিত সুধীজন, সাধারণ জনগণ– মোটকথা ঊর্ধ্বশ্রেণি থেকে নিম্নশ্রেণির সবাই উপকৃত হতে পারবে।

উসতাজুল আসাতিজা মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ.-ও একই পরামর্শ দিলেন, এটি গ্রন্থকারে ছাপানোর ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হবে। সকলের আন্তরিকতা আর ভালোবাসা পেয়ে হৃদয়ে পুলক অনুভব করলাম। প্রশান্তিতে ভরে গেল তনুমন। সবার আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ. গ্রন্থটির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য এবং তার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে শুরুতে তার মূল্যবান অভিমত লিখে দিলেন। আমার ব্যক্তিগত অর্থায়নে ১৪০৭ হিজরি সনে পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অগণিত শুকরিয়া, গ্রন্থটি সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। পাঠকমহলে এর প্রচুর চাহিদা থাকায় বেশ কয়েকবার ছাপানো হয়। এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। ১৪১৪ হি. সালে হঠাৎ আমি (লেখক) প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হই। দিন দিন অবস্থার অবনতি হওয়ায় ছয় বছর পর ১৪২১ হি. সালে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিই। স্বদেশে আসার পর আলেম-উলামা, তোলাবা, দীনী শিক্ষার্থীরা এবং ডাক্তারদের একটা টিম তাদের আন্তরিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায় এভাবে ব্যক্ত করেন– 'ইনসানি আ'যা কি পায়বন্দকারি আওর উসকে শরয়ি আহকাম' নামক উর্দু গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা সময়ের একান্ত দাবি। এতে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ গ্রন্থটি হতে ব্যাপকভাবে উপকৃত ও লাভবান হতে পারবে। আমি তাদের আন্তরিক ডাকে সাড়া দিই।

ইতিপূর্বে দু'বার গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয় ও নন্দিত হওয়ায় এবং বিপুল চাহিদা থাকায় অতি দ্রুত স্টকআউট হয়ে যায়। অবশ্য পূর্বে বহুবিধ ব্যস্ততার কারণে অন্যের দ্বারা কাজ সম্পাদন করেছি। এবার আমি (লেখক) নিজ চোখে গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা ও বিপুল চাহিদা প্রত্যক্ষ করে নিজের তত্ত্বাবধানে এর বাংলা

অনুবাদ করিয়েছি এবং তা ছাপিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করছি। আল্লাহ তায়ালার নিকট আমি প্রবল আশাবাদী যে, তিনি গ্রন্থটি সকলের মুক্তির পাথেয় হিসেবে এবং উম্মতের জন্য কল্যাণময়রূপে কবুল করবেন। মূলগ্রন্থের মতো অনুবাদগ্রন্থকেও বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা দান করবেন এবং এর পাঠকগণ এ থেকে অফুরন্ত উপকার অর্জন করতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ তায়ালা অধম লেখকের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং নাজাতের ওসিলা বানান। আমিন।

পরিশেষে গ্রন্থটির অনুবাদকসহ অন্যান্য সকল সহযোগীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি অন্তরের অন্তস্থল থেকে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন ত্যাগ আর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল এই অনুবাদগ্রন্থ। আল্লাহ সকলকে উভয় জাহানের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন!

দোয়াপ্রার্থী

**বান্দা মুহাম্মদ আবদুস সালাম চাটগামী**

১লা জিলকদ, ১৪২৮ হিজরি

# সূচিপত্র


উপক্রমণিকা ---------- ২৩
মানবাঙ্গ সংযোজন সম্বন্ধে আরোপিত প্রশ্নাবলি ---------- ২৬
১ নং প্রশ্নের সমাধান ---------- ২৮
মানুষ আপন দেহ ও দেহাঙ্গের মালিক নয় ---------- ৩৪
মানবদেহ দ্বারা প্রশিক্ষণ ---------- ৩৭
দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান ---------- ৩৮
হতাহতের কারণ নির্ণয়ে শরিয়তসম্মত পদ্ধতি ---------- ৩৮
পোস্টমর্টেম শরিয়তসম্মত পদ্ধতি নয় ---------- ৩৯
৩-৫ নং প্রশ্নের সমাধান ---------- ৪০
যেসব শর্তে কাটাছেঁড়া জায়েয ---------- ৪০
৬ নং প্রশ্নের সমাধান ---------- ৪২
৭ নং প্রশ্নের সমাধান ---------- ৪৩
যেসব শর্তে কৃত্রিম অঙ্গের ব্যবহার জায়েয ---------- ৪৩
চিকিৎসার উদ্দেশ্য হারাম ও নাপাক দ্রব্যের ব্যবহার ---------- ৪৫
৮ নং প্রশ্নের সমাধান ---------- ৪৬
৯, ১০, ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের সমাধান ---------- ৪৬
১৩ নং প্রশ্নের সমাধান ---------- ৪৮
মানবাঙ্গের হেবা ও অসিয়ত প্রসঙ্গ ---------- ৪৮
১৪ ঈসায়ী প্রশ্নের সমাধান ---------- ৪৯
ভুল ও সংশয়ের নিরসন ---------- ৫০
হাদিস বিশারদগণের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ---------- ৬২
মানবদেহে হস্তক্ষেপের অধিকার ---------- ৬৫
মানবাঙ্গের কাটাছেঁড়া ---------- ৬৬
মৃত্যুর পরও মানুষের দেহ ও আত্মার সম্পর্ক বজায় থাকে ---------- ৬৬
যেসব কারণে মানবাঙ্গের ব্যবহার নিষিদ্ধ ---------- ৬৮
মুক্ত মানুষ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হুকুম ---------- ৭৩
ফিকাহশাস্ত্রের আলোকে মানুষ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ---------- ৭৪
মানবদেহ পণ্যসামগ্রী নয় বিধায় বিক্রয়যোগ্য নয় ---------- ৭৬
মানবাঙ্গের দান-সদকা ও অসিয়ত বৈধ নয় ---------- ৭৭

দেহদান ও এর নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত দলিল-প্রমাণ ৭৮
কতিপয় সংশয় ও তার নিরসন ৮২
الضرورات تبيح المحذورات -এর ব্যাখ্যা ৯৮
জরুরতের প্রকারভেদ ও তার আহকাম ৯৯
শৈথিল্যের রকমফের ১০২
চিকিৎসায় মানবাঙ্গের ব্যবহার ১০৮
অন্ধের দৃষ্টিহীনতাকে শরয়ি ক্ষতি সাব্যস্ত করা গ্রহণযোগ্য নয় ১০৯
ক্ষতির ফিরিস্তি ১১৩
অন্ধত্বের চিকিৎসা সম্পর্কে শরিয়ত কী বলে? ১১৫
জনৈক মুফতি সাহেবের ভুল বুঝাবুঝি ও তার জবাব ১১৯
মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মানব দুধের সঙ্গে তুলনাও ভুল ১২১
দুধ ও অন্যান্য মানবাঙ্গ ১২২
একটি সংশয় ১৩০
আলোচিত সংশয়ের নিরসন ১৩১
আরেকটি সংশয় ও তার নিরসন ১৩৫
একটি চিঠি ও সংশয়ের উত্তর ১৩৬
এ দীর্ঘ আলোচনার ফলাফল ১৪১
মানবাঙ্গ সংযোজনের অবৈধতা সংক্রান্ত বিভিন্ন
দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া ১৪৫
মানুষের অঙ্গ সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা ১৪৯
সাম্প্রতিক উদ্ভূত কয়েকটি মাসআলা ১৭৩
মানুষ তার শরীর ও অঙ্গের মালিক নয়; কতিপয় উদ্ধৃতি ১৯৮
মানুষ তার দেহ ও প্রাণের মালিক দাবিদারদের প্রতি কয়েকটি আপত্তি ১৯৯
মিসরের ফাত্ওয়া ২০০
জর্ডান সরকার পরিচালিত কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ২০১

# উপক্রমণিকা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد!

মানবাঙ্গের সংযোজন, কাটাছেঁড়া, ক্রয়-বিক্রয়, মরণোত্তর দানের ঘোষণা, মেডিকেল সাইন্সের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ও মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য লাশের শবচ্ছেদ প্রভৃতি আধুনিক সমস্যার ব্যাপারে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়ে জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া বানুরিটাউন, পাকিস্তান এর ফাতাওয়া বিভাগে বিভিন্ন প্রশ্ন আসতো এবং বিভাগের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে এগুলোর সমাধান প্রদান করা হতো। মুসলিম সমাজের অধিকাংশ লোক এসব ব্যাপারে আলেম-উলামা থেকে মাসআলা-মাসাইল জিজ্ঞাসা করে স্বীয় কর্মপন্থা অবলম্বন করে আসছে। গত ক'বছর আগে করাচিভিত্তিক সংগঠন 'মজলিসে মাসায়েলে হাজেরা' (আধুনিক সমস্যা সমাধানকারী পরিষদ) এ জাতীয় দু'টি সমস্যার সমাধান উম্মাহর সামনে তুলে ধরেন। একটি হলো রক্তদান সংক্রান্ত, আরেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন সংক্রান্ত। অনেকে তা সাদরে গ্রহণও করে।

যখন এ সমাধান দু'টি প্রদান করা হয় তখন উক্ত পরিষদে খ্যাতনামা চার জন মহান ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এক. যুগশ্রেষ্ঠ গবেষক, পাকিস্তানের গ্র্যান্ড মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ শফি রহ.। দুই. যুগশ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ ও প্রথিতযশা ফিকাহবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরি রহ.। তিন. শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা মুফতি রশিদ আহমদ রহ.। চার. বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদ মাওলানা মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ.। পরিষদ উক্ত দু'বিষয়ে কুরআন, হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রের আলোকে যুগচাহিদা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণাসমৃদ্ধ যে দু'টি সমাধান প্রদান করেছিল তা পরবর্তীতে 'মানবাঙ্গ সংযোজন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয় এবং পাক-ভারতের গবেষক আলেম-উলামার প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়গুলো প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপক গবেষণাধর্মীই ছিল। আর এর গবেষণা এমন ক'জন খ্যাতনামা আলেম ও মুফতির হাতে সম্পন্ন হয়, যারা একদিকে যেমন ছিলেন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ গবেষক, তেমনি ছিলেন তাকওয়া

পরহেজগারির মূর্তপ্রতীক এবং শরিয়তের প্রকৃতি ও চাহিদা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। এ মহান ব্যক্তি চতুষ্টয়ের বিশিষ্ট দু'জন আজ আর আমাদের মাঝে নেই। অপর যে দু'জন এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন, তাদের কারো মাঝে আজ পর্যন্ত পূর্ব প্রদত্ত সিদ্ধান্তে কোনো প্রকারের সন্দেহ সংশয় বা মত পরিবর্তন দেখা দেয়নি। সম্প্রতি এ সমস্যাগুলো আরো ব্যাপকতা লাভ করেছে। এদিকে আধুনিকমনা কিছু ডাক্তার শরিয়তের কোনো তোয়াক্কা না করে যুগ ও অবস্থার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মানবাঙ্গ কাটাছেঁড়া এবং সংযোজনে ব্যাপৃত হয়েছে। জনকল্যাণের নাম দিয়ে তারা এগুলোর ব্যাপক প্রচার-প্রসার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা চাচ্ছে যে, পাশ্চাত্যে যেভাবে মানবাঙ্গ সংরক্ষণ করে রাখার ব্যাংক-ব্যবস্থা চালু আছে এবং অবাধে এগুলোর বেচা-কেনা চলছে, ঠিক তেমনিভাবে পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশেও যেন তা চালু হয়ে যায়। এতে করে কুরআন ও হাদিস তথা শরিয়তে যত আঁচড় লাগুক তাতে কিছু যায় আসে না।

কিন্তু যারা ইনসাফপ্রিয় মুসলমান, যারা কখনোই কুরআন-হাদিসে বিকৃতি সাধনের পক্ষপাতী নন, কুরআন হাদিসে বর্ণিত স্পষ্ট হুকুম-আহকাম, ফিকাহশাস্ত্র এবং উম্মাহর ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত মাসআলা-মাসাইলে পরিবর্তন আনার বিরুদ্ধে যারা সদা সোচ্চার, তারা এসব আধুনিক মাসআলাগুলোর শুধু ততটুকুই গ্রহণ করতে প্রস্তুত যতটুকুর সমর্থন কুরআন, হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্রে পাওয়া যায়। অন্যথায় তারা শুধু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শরিয়তবিরোধী কোনো বিষয় গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত নন। এ ধারাবাহিকতায় বন্ধুমহলের কেউ কেউ পরিষদের নিকট, বিশেষ করে জামিয়ার ফাতাওয়া বিভাগ কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানান, তারা যেন মানবাঙ্গ সংযোজন সংশ্লিষ্ট আধুনিক সমস্যাদির ব্যাপারে নতুন করে আরো গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করেন। তাই পরিষদ বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিরাজমান অস্থিতিশীলতা নিরসন এবং পাশাপাশি শরয়ি ফরজগুলো আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে জামিয়ার পক্ষ থেকে আমাকে এবং দারুল উলুম কৌরাঙ্গির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় মুফতি আব্দুর রউফ সাহেবকে এ ব্যাপারে গবেষণা চালাতে নির্দেশ দেয়।

এই উদ্দেশ্যে জামিয়ার সকল সহকর্মী পাকিস্তানের গ্র্যান্ড মুফতি হযরত মাওলানা মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ.-এর তত্ত্বাবধানে গবেষণায় ব্যাপৃত

হন। এর অংশ হিসেবে তারা প্রথমেই সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধুনিক সমস্যাদির একটি পরিসংখ্যান গ্রহণ করেন। মিসর, সৌদি আরব, জর্ডান ও পাকিস্তানের কোনো কোনো আলেম কর্তৃক প্রদত্ত মানবাঙ্গ সংযোজন বৈধ সংক্রান্ত ফাতাওয়াসমূহের জবাব প্রদান করেন। ডাক্তারদের লেখার উপর বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনার পর সহকর্মীরা সবাই একমত হন যে, পরিষদের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে জারিকৃত রক্তদান ও মানবাঙ্গ সংযোজন নাজায়েয ও হারাম সংক্রান্ত ফাতাওয়া দু'টি সম্পূর্ণ যথার্থ। আর রক্তের ব্যবহার জরুরি অবস্থা ও একান্ত প্রয়োজন হলে জায়েয।

সহকর্মীরা মত ব্যক্ত করেন যে, মুফতি শফি রহ. রচিত, 'মানবাঙ্গ সংযোজন' নামক পুস্তিকার উপর আরোপিত সকল সন্দেহ, সংশয় এবং উত্থাপিত সকল আপত্তি নির্ঘাত ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য। কারণ, এগুলোর সমর্থনে কোনো শরয়ি হুকুম নেই, নেই কোনো ফিকহি বিধি-বিধান। তা ছাড়া এগুলো শরিয়তের মৌল ও শাখাগত সমস্ত নীতিমালার পরিপন্থী। একই কারণে আরব বিশ্বের ফাতাওয়া বিভাগ ও অপরাপর দীনী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ফাতাওয়াগুলোও যথার্থ ও শরিয়তসম্মত নয়। কেননা এসব ফাতাওয়াগুলোতে স্পষ্ট কোনো দলিল-প্রমাণ ও ফিকহি কোনো নীতিমালা নেই। এমনিভাবে পুস্তিকাটির কিছু কিছু বিষয়ে কিছু সংখ্যক লেখকের পক্ষ থেকে আনীত অভিযোগসমূহও একেবারে স্থূল। তাই এসব নিয়ে আলোচনা গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে পরিষদ মনে করেনি।

তথাপি যেহেতু সরলমনা মুসলমান এগুলোর দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে তাই পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাদের সকল সন্দেহ-সংশয় এবং আপত্তির মৌলিক ভুল-ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসন করা হবে। পাশাপাশি আধুনিক সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধানও খুঁজে বের করা হবে। এ ব্যাপারে গবেষণামূলক সংক্ষিপ্ত একটি সমাধান ইতিপূর্বেও লেখা হয়েছে। এটাকেই চূড়ান্তভাবে রূপ দিয়ে প্রস্তুত করে অচিরেই ইনশাআল্লাহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হবে।

কাকতালীয়ভাবে ইতিমধ্যেই 'ইকরা ডাইজেস্ট' এর পক্ষ থেকে এতদসংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন ও তার সাথে কিছু বই-পত্র আমাদের কাছে এসে পৌঁছে। বইগুলোতে মানবাঙ্গ সংযোজন জায়েয বলে ফাতাওয়া প্রদান

করা হয়েছে এবং এ ফাতাওয়ার স্বপক্ষে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। আমি অধম প্রথমে তাদের প্রশ্নগুলোর জবাব পেশ করেছি। অতঃপর তাদের দলিল-প্রমাণগুলো খণ্ডন করেছি। সাথে সাথে তাদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত কিছু ভুল-ভ্রান্তির বিস্তারিত উত্তরও প্রদান করেছি। কিছু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব গবেষণামূলক এ দীর্ঘ প্রবন্ধটিকে গ্রন্থকারে প্রকাশ করার আশা ব্যক্ত করেছেন। কারণ, এটা একদিকে যেমন জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করবে, তেমনি একজন সত্যাশ্রয়ীর জন্য আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করবে। তদুপরি যারা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে প্রাগুক্ত গুনাহে লিপ্ত আছে তাদের সে বিভ্রান্তি নিরসন করতেও সক্ষম হবে। এজন্য অধম মূল কপিটি 'ইকরা' সম্পাদক মাওলানা জামিল খান সাহেবকে হস্তান্তর করি। যা পরবর্তীতে জনসাধারণের ব্যাপক উপকারার্থে ইকরা ডাইজেস্টে ছাপা হয়। তবে মূল লেখার গুরুত্বে সে প্রশ্নগুলোও উল্লেখ করা হয়। যাতে পাঠক সমাজের জবাব বুঝতে সহজ হয়।

## মানবাঙ্গ সংযোজন সম্বন্ধে আরোপিত প্রশ্নাবলি

১। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রশিক্ষণ মানবদেহের কাটাছেঁড়া ব্যতীত সম্ভব নয়। প্রশ্ন হলো, এরূপ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে মানবদেহ কাটাছেঁড়া করা জায়েয হবে কি না? যদি না হয় তাহলে কোনো দলিলের ভিত্তিতে?

২। হতাহতের কারণ নির্ণয়ের লক্ষ্যে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি অনুযায়ী পোস্টমর্টেম করা হয়। পোস্টমর্টেম ব্যতীত হতাহতের কারণ নিরূপণ করা অসম্ভব। জিজ্ঞাসা হলো, এসব কারণ নিরূপণের লক্ষ্যে পোস্টমর্টেম করার অনুমতি শরিয়তে আছে কি না?

৩। আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন আক্রান্ত অঙ্গের সুস্থতার জন্য অপারেশন করা হয়, এতে অনেক সময় বিভিন্ন অঙ্গ বেশ কয়েক ঘণ্টা নাগাদ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পর পুনঃস্থাপন করা হয়। এসব অপারেশনের পূর্বেই সংশ্লিষ্টদের থেকে সাক্ষর গ্রহণ করা হয়। শরিয়তে এর হুকুম কী?

৪। অনেক সময় বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে দেহের এক স্থানের অকেজো শিরা, ধমনি, ত্বক ইত্যাদি সরিয়ে তদস্থলে দেহের অন্য স্থান থেকে শিরা, ধমনি ইত্যাদি তুলে এনে প্রতিস্থাপন করা হয়, ডাক্তারদের পরিভাষায় একে সার্জারি বলা হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে এমনটি কি জায়েয আছে?

৫। শরীরের কোনো স্থানের ত্বক বা গোশত যে কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে একই ব্যক্তির শরীরের অন্যস্থান হতে ত্বক বা গোশত কেটে নিয়ে প্রয়োজনীয় অংশে লাগিয়ে ঠিক করে দেওয়া, যাকে সার্জারি বলা হয়। এ সার্জারি বৈধ হওয়ার কোনো পদ্ধতি আছে কি?

৬। দেহের অকেজো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেটে ফেলে তার স্থলে কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থাপন করা যাবে কি না?

৭। কৃত্রিম অঙ্গগুলোতে অনেক সময় হারাম ও নাপাক জন্তু জানোয়ারের সংমিশ্রণ থাকে। প্রশ্ন হলো, এরূপ নাপাকমিশ্রিত অঙ্গ স্থাপন করা ঠিক হবে কি না? উদাহরণস্বরূপ হার্টের এক বাল্বের স্থলে প্লাষ্টিকের এমন বাল্ব স্থাপন করা হলো, যার একটি ঝিল্লি শূকরের।

৮। হালাল জানোয়ারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের অকেজো অঙ্গ ফেলে দিয়ে তার স্থলে স্থাপন করা কোন কোন অবস্থায় জায়েয হবে?

৯। চোখের কর্নিয়া নষ্ট হয়ে গেলে অন্য কারো কর্নিয়া এনে স্থাপন করার কোনো জায়েয পন্থা আছে কি না?

১০। হার্ট, গুর্দা, ফুসফুস ইত্যাদি অঙ্গগুলো অকেজো হয়ে গেলে তার স্থলে অন্য কারো অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যাবে কি না?

১১। যুগল অঙ্গগুলোর কোনো একটি অন্য কাউকে তার জীবন রক্ষার্থে দান করা যাবে কি না?

১২। কেউ মারা গেলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবিত কোনো মানুষ স্বীয় জীবন রক্ষার্থে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

১৩। জীবিতাবস্থায় কেউ কি তার অঙ্গ মরণোত্তর দান করে দেয়ার অসিয়ত করতে পারবে?

১৪। কেউ কি জীবদ্দশায় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করতে পারবে কি না?

প্রথমে আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর তুলে ধরবো। এরপর যারা মানবাঙ্গ সংযোজন জায়েয বলেছেন তাদের বিভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করে এর উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

অর্থাৎ- 'তীব্র প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তুও বৈধ হয়ে যায়' এ মূলনীতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, এজন্যই দুর্ভিক্ষ কবলিত ব্যক্তির জন্য মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা এবং কণ্ঠে আটকে যাওয়া খাদ্য সরানোর লক্ষ্যে মদ্যপান করা জায়েয আছে।[২৩] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরিতে বলা হয়েছে–

ويجوز للعليل شرب الدم والبول. واكل الميتة للتداوى اذا اخبره طبيب مسلم ان شفائه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وان قال الطبيب شفائك فيه وجهان

অর্থাৎ- রোগীর জন্য চিকিৎসাস্বরূপ মূত্র ও রক্তপান এবং মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ জরুরতের ভিত্তিতে জায়েয আছে। তবে এর জন্য শর্ত হলো, অভিজ্ঞ মুসলমান দীনদার ডাক্তার এ মর্মে অভিমত দিতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট রোগীর রোগমুক্তি এবং চিকিৎসা একমাত্র এগুলোর মধ্যেই নিহিত, অন্য কোনো হালাল ঔষধ আমার জানা মতে নেই। যদি এমন না হয়, বরং ডাক্তার শুধু এতটুকু বলে যে, ওই অপবিত্র দ্রব্য ব্যবহার করলে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে তখন এসব অপবিত্র দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে দু'টি উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

এক উক্তি মতে তা জায়েয আছে, তবে না করাই ভালো। দ্বিতীয় উক্তি মতে তা জায়েয নেই।

## চিকিৎসার উদ্দেশ্য হারাম ও নাপাক দ্রব্যের ব্যবহার

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে প্রতীয়মান হলো, হারাম ও নাপাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা স্বাভাবিক অবস্থায় জায়েয নেই, তবে একান্ত প্রয়োজনে জায়েয আছে। আর এটাও বুঝে আসল যে, একান্ত প্রয়োজনে সব হারাম এবং সব অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয থাকলেও মানবদেহের অংশ দ্বারা তা কখনোই জায়েয নেই। চাই তা একান্ত প্রয়োজনে হোক না কেন। অতএব, প্রশ্নে যে কৃত্রিম বাল্বের কথা বলা হয়েছে (যার একটি ঝিল্লি শূকরের) তা একান্ত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। তবে এর জন্য মানবদেহ কাটাছেঁড়ার মূলনীতিগুলো সামনে রাখতে হবে।

[২৩] আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের ১/১১৮।

## ৮ নং প্রশ্নের সমাধান

হালাল জন্তুর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পবিত্র, যদি তা জবাইকৃত হয়। স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সব অবস্থায় তা ব্যবহার করা জায়েয হবে। অবশ্য যদি মৃত হয়, তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় তা জায়েয হবে না। একান্ত প্রয়োজনেই কেবল জায়েয হবে।

## ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের সমাধান

চোখের কর্নিয়া নষ্ট হয়ে গেলে অপর কারো কর্নিয়া এনে ব্যবহার করা জায়েয নেই। একই হুকুম হার্ট, কিডনি ও অন্যান্য অঙ্গের বেলায়ও। কেননা প্রথমত, এখানে একান্ত প্রয়োজন বিদ্যমান নেই। মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। যদিও ধরে নেয়া হয় যে, ওখানে একান্ত প্রয়োজন বিদ্যমান, তারপরেও মানবাঙ্গ দ্বারা চিকিৎসা করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয হবে না। চাই তা একান্ত প্রয়োজনেই হোক না কেন। যেমনটি ৭ ঈসায়ী প্রশ্নের উত্তরে মাবসুত-২৪/৪৮, কাজিখান-৩/৪১০, শামি-৫/২১৫, বাহার-৮/২৩৩, আলমগীরি-৫/৩৫৮ প্রভৃতি কিতাবের বরাত দিয়ে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এতদসংক্রান্ত আরো একটি উদ্ধৃতি ‘শরহে সিয়ারিল কাবির’ থেকে নিম্নে তুলে ধরা হলো-

روى عن ابى امامة بن سهل بن حنيف رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم داوى وجهه يوم أحد بعظم بال وهذا لان العظم لا يتنجس بالموت على اصلنا لانه لا حياة فيه الا ان يكون عظم الانسان او عظم الخنزير فانه يكره التداوى به لان الخنزير نجس العين فعظمه نجس كلحمه لا يجوز الانتفاع به بحال والادم محترم بعد موته على ما كان عليه فى حياته فكما لا يجوز التداوى بشئ من الادمى الحى اكراما له فكذالك لا يجوز التداوى بعظم الميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحى.

অর্থাৎ- হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন পুরনো হাড্ডি জ্বালিয়ে স্বীয় চেহারা মোবারকের চিকিৎসা করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত জন্তুর পুরনো ও শুষ্ক হাড্ডি দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয আছে। কারণ ফিকহে হানাফির মূলনীতি অনুসারে হাড্ডি হলো নিষ্প্রাণ। এজন্যই জন্তুর মৃত্যু ঘটলেও হাড়ের মৃত্যু ঘটে না। আর যখন মৃত্যুই সংঘটিত হয় না তো অপবিত্র হওয়ার প্রশ্নই

আসে না। তবে মানুষ ও শূকরের হাড্ডি এর ব্যতিক্রম। এগুলো দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নেই; বরং হারাম। কারণ, শূকর প্রকৃত নাপাক। কাজেই তার হাড় ও মাংসের ন্যায় নাপাক ও অপবিত্র বলে গণ্য হবে। একমাত্র একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় এর দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয হবে না। আর মানুষ তো মৃত্যুর আগে ও পরে সর্বাবস্থায় সম্মানের পাত্র। সুতরাং জীবিত মানুষের সম্মানের খাতিরে যেভাবে তার অঙ্গ দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয হয় না, তদ্রুপ মৃত্যুর পরও তার হাড়-গোড় বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয হবে না। এ সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

كسر عظم الميت ككسر عظم الحى

অর্থাৎ- মৃতের হাড় ভাঙা জীবিতের হাড় ভাঙার মতো সমান অপরাধ।[২৪]

'শরহে সিয়ারে কাবির' এর উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয়, মানুষ জীবিত-মৃত উভয় অবস্থায় সম্মানের পাত্র। আর এটাও লক্ষ্যণীয় যে, উপরের আলোচনায় যে দুটো হাদিস পেশ করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত হাদিসটি থেকে স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনের সময় জন্তুর চর্বিমুক্ত হাড় ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয আছে বটে, কিন্তু মানুষের হাড় দ্বারা তা কখনো জায়েয নয়। দ্বিতীয় হাদিসটি থেকেও হুবুহু তাই বুঝে আসছে। উপরন্তু এটিও বুঝে আসছে যে মানব মর্যাদার ব্যাপারে মুসলিম, অমুসলিম সবাই সমান। যেমনভাবে কোনো মুসলমানের হাড্ডি ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কারো চিকিৎসার্থে কাটাছেঁড়া করা যাবে না, তদ্রূপ কোনো কাফেরের হাড় ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কারো চিকিৎসার্থে ব্যবহার করা যাবে না। তা ছাড়া একজন মুসলমানের মর্যাদা তো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অনেক বেশি।

ফিকহ বিশারদগণের উক্তি মতে কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম দেশের নাগরিকও হয়, তাহলে সে ত্রিবিধ কারণে সম্মানের যোগ্য।

(১) একে তো সে একজন মানুষ, আর মানুষ যেহেতু আশরাফুল মাখলুকাত, তাই তার জান-মালের হেফাজত প্রত্যেকের উপর মানবাধিকারের ভিত্তিতে অপরিহার্য।

---

[২৪] শরহে সিয়ারিল কাবির ১/৮৮।

অর্থাৎ- যেসব প্রাণী মৃত্যুর কারণে অপবিত্র হয়ে যায় শরিয়তের স্পষ্ট নির্দেশক্রমে সেসব প্রাণীর লোম, কেশ ও পশমও মৃত্যুর কারণে অপবিত্র হয়ে যাবে।[৬৩]

আর অপবিত্র বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া শরিয়তের আলোকে নাজায়েয। যেহেতু মানুষও প্রাণীকুলের অন্তর্ভূক্ত, তাই মৃত্যুর কারণে তার দেহও অপবিত্র হয়ে যাবে। আর অপবিত্র বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া যে নাজায়েয সে তো আগেই জানা গেল। 'তাফসিরে কাবির' এ ইমাম রাযী রা. মৃত প্রাণী হারাম হওয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

ما ابين من الحى فهو ميتة وهذا الخبر يعم الشعر والعظم والكل وفى صفحه، ما قطع من لا بعاض فهو محرم لانه ميتة

অর্থাৎ- জীবিত জানোয়ার থেকে কোনো অংশ পৃথক করা হলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। হাদিসটি তার ব্যাপকতা চুল, হাড় এমনকি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহ থেকে পৃথক করা হোক না কেন তা হারাম ও অপবিত্র বলে গণ্য হবে। কেননা তা মৃতের অন্তর্ভূক্ত। আর মৃত জীবজন্তু এবং অপবিত্র বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় অথবা তার দ্বারা যে কোনো ধরনের উপকার গ্রহণ করা নাজায়েয। আলোচ্য হাদিসে যদিও জীবজন্তুর হুকুমের আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু তা শুধু জীবজন্তুর সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও এর অন্তর্ভূক্ত। কোনো কোনো বর্ণনায় ما ابين من الحى যে বক্তব্যটি এসেছে, এর অর্থ হলো, যে কোনো জীব-জন্তুর কোনো অংশ কেটে ফেললে তা মৃত ও অপবিত্র হয়ে যায়।[৬৪]

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ি রহ. স্বরচিত ফিকহগ্রন্থ 'কিতাবুল উম্ম'-এ বলেন–

وان وقع عظمه بعظم ميتة او ذكى لا يوكل لحمه او عظم انسان فهو كالميتة قلعه واعاد كل صلوة صلاها وهو عليه. (ج: ١، ص: ٤٦)

অর্থাৎ- কেউ যদি তার হাড়ের সাথে অন্য কোনো মৃত প্রাণীর হাড় সংযোজন করে তাহলে তা খুলে ফেলতে হবে। কারণ তা হুকুমগতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে কয় ওয়াক্ত নামায উক্ত হাড় সংযোজন করার পর আদায় করা হয়েছে তা পুনরায় আদায় করে নিতে হবে।[৬৫]

---

[৬৩] শরহুল মুহাযযাব ১/২৩।
[৬৪] তাফসিরে কাবির ৫/১৫, ১৮।
[৬৫] কিতাবুল উম্ম ১/৪৬।

যুক্তির আলোকে এখানে কতিপয় সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন (১) একটি সংশয় এই হতে পারে যে, কর্নিয়াসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যদি মৃত্যুর পর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে তা নাপাক হওয়ার কথা নয়। কারণ নাপাকের কারণ দর্শাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ما ابين من الحى। অর্থাৎ- যা জীবিত প্রাণী থেকে পৃথক করা হয়েছে ما ابين من الميته অর্থাৎ মৃত প্রাণী থেকে যা পৃথক করা হয়, তা তো বলা হয়নি। এর উত্তর একেবারে স্পষ্ট। কেননা পবিত্র কুরআনে মৃত প্রাণীকে হারাম ও নাপাক বলা হয়েছে। সুতরাং মানুষ মৃত্যুর পর নাপাক হয়ে যায়। এজন্যই কোনো মানুষ কূপে পড়ে মারা গেলে সংশ্লিষ্ট কূপের পানি সম্পূর্ণ উঠিয়ে ফেলতে হয়। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. সাহাবিদ্বয়ের হাদিসও রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, মরদেহে অপবিত্র রক্ত শুকিয়ে গিয়ে তা অপবিত্র হয়ে যায়। তাই রক্তের সাথে যেসব অঙ্গের সম্পর্ক আছে সেগুলো ফকিহগণের ঐকমত্য সিদ্ধানুক্রমে মৃত্যুর পর নাপাক হয়ে যাবে। তবে যেসব অঙ্গে রক্ত চলাচল করে না, সেগুলোর সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ি ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণের নিকট মৃত্যুর পর এগুলোও অপবিত্র হয়ে যায়। যেমনঃ চুল, নখ, ইত্যাদি। আর হানাফি মাযহাবের ইমামগণের নিকট যদিও অপবিত্র হয় না। তথাপি মানব মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে এগুলো ব্যবহার করা যায় না। যেমনটি ইতিপূর্বে হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত واصلة। مستوصله এর হাদিস থেকে জানা গেছে।

(২) দ্বিতীয় সংশয়টি হলো এই, চোখের কর্নিয়া জীবদ্দশায় পৃথক করা হয় না। তবে মৃত্যুর পর যখন তা পৃথক করা হয় তখন তাতে প্রাণের ছোঁয়া থাকে। সুতরাং এটাকে মৃতের হুকুমে ধরা যাবে না। উত্তরঃ এ সংশয়ের নিরসনও অস্পষ্ট কিছু নয়। কারণ এ পৃথককৃত অংশটিতো মৃতেরই অংশ। বাহ্যত যদিও প্রাণের মতো একটা অবস্থা তার মধ্যে তখনো বিদ্যমান থাকে। তারপরেও তা মৃতের হুকুমেই গণ্য হবে। এ জন্যেই তা পানিতে পড়ে গেলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর এটা নিয়ে নামায পড়লে নামায দুরস্ত হবে না। কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে তাতে প্রাণ থাকে না। বরং প্রাণের একটা রেশ থাকে মাত্র। যদ্দরুণ কয়েক ঘণ্টা পর এ রেশটুকুও চলে যায়।

(৩) তৃতীয় সংশয় হলো, কর্নিয়া ও অন্যান্য অঙ্গ মৃত ব্যক্তি থেকে পৃথক করার পর যখন জীবিত মানুষের দেহে সংযোজন করা হয় তখন এতে প্রাণ এসে যায়। তখন তো আর নাপাক থাকার কথা নয়। এর উত্তর হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের সাথে সংযোজিত হওয়ার দরুণ প্রাণ যদিও এসে যায়, আর এ প্রাণ সঞ্চারের কারণে অপবিত্রতা যদিও অপসৃত হয়ে যায় কিন্তু এর জন্যে মানব মর্যাদা শূন্য তো হয়নি। সুতরাং তা ব্যবহার করলে একদিকে যেমন মানবমর্যাদা বিনষ্ট হবে, তেমনি আল্লাহর অধিকারে সীমালঙ্ঘন হবে। সর্বোপরি আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধিত হবে। তাই প্রাণ সঞ্চারের পরেও হুকুতগতভাবে তাকে মৃত ধরা হবে।

## মুক্ত মানুষ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হুকুম

মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেহেতু কারো মালিকানাভুক্ত নয়। তাই তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই। তা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি যেমন, দান ইত্যাদির মাধ্যমে তা কারো মালিকানায় হস্তান্তর করাও জায়েয নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন−

عن ابی هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم قال قال الله تعالی ثلثة انا خصمهم يوم القيمة رجل اعطی بی ثم غدر و رجل باع حرافاکل ثمنه و رجل اسناجر اجيرا فاستوفی منه ولم يعط اجره.

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণির লোকের বিরুদ্ধে বাদী হব। তারা হবে আমার প্রতিপক্ষ ও বিবাদী। এক. ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে হলফ করে; অতঃপর সততা করে তা ভঙ্গ করে। দুই. ঐ ব্যক্তি যে কোনো মুক্ত ও স্বাধীন লোককে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ কুক্ষিগত করে। তিন. ঐ ব্যক্তি যে শ্রমিকদের থেকে পুরো কাজ আদায় করে নেয়। অথচ তাদের পারিশ্রমিক আদায় করে না।[৬৬]

আলোচ্য হাদিসে স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রির ব্যাপারে বড় কঠোরতা ও হুমকি প্রদান করা হয়েছে। যেমনভাবে স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করা জায়েয নেই, তেমনি স্বাধীন ব্যক্তির কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিক্রি করা জায়েয নেই। আর শরিয়তের বিধান হল, যে জিনিসের বিক্রি জায়েয নেই সে জিনিসের দান-হেবা ও অসিয়তও জায়েয নেই।

---

[৬৬] বুখারি শরিফ ১/২৯৭।

দাফনই করতে হবে। অগ্নিদগ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি বিধায় তার অসিয়ত করা যাবে না। অথচ এ হাদিস থেকে খুব বেশি লাশ পোড়ানোর বৈধতা প্রমাণিত হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল; যা তিনি নিজেই এ বলে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন যে, অপরাপর দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তা নিষিদ্ধ হওয়া সুবিদিত।

পক্ষান্তরে মানবাঙ্গ অসিয়তের বৈধতার তো কোনো সম্ভাবনাই এ হাদিসে নেই, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এটা নিষেধ করার কী প্রয়োজন ছিল? তিনি তো অহেতুক কোনো বাক্য ব্যয় থেকে বিরত থাকতেন। তিনি তো ছিলেন এমন, যার কথা হতো অতি সংক্ষিপ্ত। অথচ এ সংক্ষিপ্ত কথার মাঝেই লুকিয়ে থাকতো ভাবের সাগর। এজন্যেই তাঁকে جامع الكلام والكلم খ্যাতিতে ভূষিত করা হয়েছিল। আর এটাও বিবেচনার বিষয় যে, ইতিপূর্বে আর কোনো মুজতাহিদ কি এ মাসআলার দলিল হিসেবে হাদিসটিকে পেশ করেছেন? এমনটি কি কেউ বলেছেন যে, এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় মানুষ তার দেহাঙ্গের মালিক? তাই সে তার যে কোনো অঙ্গ দানের ঘোষণা দিতে পারবে? আমাদের জানা মতে, গবেষক সাহেবই প্রথম মুজতাহিদ, যিনি এ হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ কথা বলেছেন যে, অন্যান্য মালিকানাভুক্ত বস্তুর ন্যায় এগুলোর ব্যাপারেও অসিয়ত করার ক্ষমতা মানুষ রাখে অথচ মুসলিম উম্মাহ এবং ফকিহগণের সর্বসম্মত রায় হচ্ছে, মানুষ তার দেহ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাউকে দান করতে পারবে না। দানের ঘোষণাও দিয়ে যেতে পারবে না। কারণ, আমরা আগেই বলে এসেছি, অসিয়ত হয় কেবল মাল-সম্পদের। আর মানবদেহ বা মানবাঙ্গ মাল-সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি এগুলোর অসিয়ত করে তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এবার আসুন! দেখি যে, এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হাদিসবেত্তা আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এর বক্তব্য কী? তিনি বলেন–

اماما اوصى به فلعله كان جائزا فى شرعهم ذلك تصحيح التوبة فقد ثبت فى شرع بنى اسرائيل فتلهم انفسهم لصحة التوبة

অর্থাৎ- বনী ইসরাইলের জনৈক ব্যক্তি যে তার মরদেহ আগুনে ভস্মিভূত করে তার ছাই সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে অসিয়ত করেছিল, খুব সম্ভব তা তাদের ধর্মে তাওবার রীতি হিসেবে অনুমোদিত ছিল।[৮৫]

---

[৮৫] ফাতহুল বারি ১১/৩১৫।

কারণ, তাদের ধর্মে কোনো কোনো গুনাহের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আত্মাহুতির নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন, পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বনী ইসরাইল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গো-বৎস পূজা ও অন্যান্য পাপাচারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাদেরকে আত্মহত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ ব্যাখ্যায় দু'টি বিষয় বিবৃত হয়েছে। এক. ইহুদি ধর্মে মানুষকে আত্মাহুতির মাধ্যমে তাওবার প্রথা প্রচলিত ছিল। দুই. ইসলাম ধর্মে তাওবা হিসেবে আত্মবলির কোনো রীতি বৈধ নেই।

এ হাদিস থেকে যেহেতু আত্মাহুতির বৈধতার একটা সম্ভাবনা ছিল, তাই আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এর নিরসনকল্পে বললেন, সম্ভবত দেহদগ্ধ করার রীতি তাদের ধর্মে বৈধ ছিল। কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মে তা আদৌ বৈধ নয়। যা ইসলামের পূর্ব যুগের কোনো ধর্মে বৈধ ছিল তা ইসলাম ধর্মেও বৈধ হতে হবে এমনটি জরুরি নয়। ইসলাম ধর্মে মরদেহের শেষকৃত্যস্বরূপ দাফনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য। আর এ দাফন রীতিই হলো মানব প্রকৃতিসম্মত। সারকথা, মানবদেহ ও মানবাঙ্গের অসিয়তের বৈধতা উক্ত হাদিস থেকে কোনোক্রমেই প্রমাণিত হয় না। এটা উদ্ভট একটি ইজতিহাদ। এ ইজতিহাদের কোনোই ভিত্তি নেই। নেই কোনো কারণ ও যৌক্তিকতা। তদুপরি তা কুরআন হাদিস পরিপন্থী হওয়ায় বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

**সংশয়-২ :**

মানবাঙ্গে মালিকানা সাব্যস্ত করতে কেউ কেউ দিয়ত ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নস, সাথে কিছু ফিকহি মাসআলার উদ্ধৃতিও পেশ করেছেন। একজন গবেষকের লেখা দেখে তো আমাদের খুব আফসোসই হলো। গবেষক লিখেন, 'আফসোস! কুরআন হাদিসে দিয়ত সংক্রান্ত যেসব স্পষ্ট হুকুম বর্ণিত হয়েছে ওগুলোর দ্বারাও তো পরিষ্কার বুঝে আসে যে, মানুষই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকৃত মালিক।'[৮৬]

**সংশয়-২ এর নিরসন :**

কুরআন-হাদিস তথা শরিয়ত ও শরিয়তের মূলনীতি পরিপন্থী এ ধরনের কোনো গবেষণা মোটেও ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়। গবেষক এমন একটি সূত্রও পেশ করতে সক্ষম হননি যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার দেহাঙ্গের মালিক। আর

---

[৮৬] উজালা, সংখ্যা-১৯৭৯ ঈসায়ী।

যেসব সূত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাতে মালিকানার কোনো আলোচনাই নেই। পক্ষান্তরে আমরা এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে, মানুষের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার মালিকানাভুক্ত নয়। বাকি 'কতলে খাতার' মাঝে যে দিয়ত আসে এবং অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতির বেলায় যে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় তা এজন্য নয় যে, মানুষ তার দেহাঙ্গের মালিক। এজন্যেও নয় যে, এ দিয়ত মানবদেহ বা মানবাঙ্গের বিনিময়। বরং তা হলো, সে যে একজন মানুষ বা তার অঙ্গের ক্ষতিসাধন করল, সে ক্ষতির জরিমানা।

(২) দ্বিতীয়ত: দিয়ত যদি মানবদেহ ও মানবাঙ্গের মূল্য হত, তাহলে তা শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হতো না। যেমন অন্যান্য পণ্যের দর-দাম শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। বরং সংশ্লিষ্টরাই তা নির্ধারণ করে নেয়। অনুরূপ এগুলোর দামও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই দর-দাম নির্ধারণ করে নিত। অথচ দিয়তের মাঝে দর-দাম কম-বেশ করা আদৌ জায়েয নেই। দিয়ত যদি মানুষের মূল্যই হত তাহলে সকলের দিয়ত সমান হত না; বরং প্রত্যেকের মর্যাদা অনুসারে মূল্য নির্ধারিত হত।

(৩) তৃতীয়ত: দাস-অদাসের কোনো ব্যবধান থাকতো না। বরং প্রত্যেকের যোগ্যতা ও গুণাগুণের উপর বিচার করে তার দর-দাম ঠিক করা হতো।

(৪) দিয়ত আদায় করতে হয় কখনো তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী থেকে, কখনো রাজস্ব থেকে; আর কখনো বা কোম্পানি কর্তৃপক্ষ থেকে। দিয়ত যদি মালের মূল্যই হত তাহলে কারো মালের মূল্য কি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, পাড়া-পড়শি প্রমুখদের উপর ওয়াহিব হয়? কখনো নয়। তাহলে তা মানুষ ও তার অঙ্গের মূল্য হয় কী করে? তাদের এহেন দাবির যথার্থতাই বা কতটুকু?

(৫) দিয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টিত হয়ে থাকে। কারণ তাও মূল সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, দিয়ত যদি মূল্যই হয় আর মানুষ যদি মাল-ই হয় তাহলে দিয়তের ন্যায় মানুষকেও কি পরবর্তীদের মাঝে বণ্টন করা হবে? যদি উত্তর নেতিবাচক হয় এবং অবশ্যই নেতিবাচক হবে; তাহলে দিয়ত আর মানুষের মাঝে বিস্তর তফাত রয়েছে তা শিরোধার্য করে নেয়া অবশ্যই জরুরি নয় কি? এর মানে মানুষ পরিসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত নয় তবে দিয়ত তার অন্তর্ভূক্ত।

(৬) মানুষ যেহেতু তার দেহের মালিক নয়, তাই এগুলোর বিক্রি তার জন্যে বৈধ নয়। এমনকি বিক্রিমূল্য নির্ধারণ করে যাওয়াও তার জন্যে বৈধ নয়।